দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ... ৭ ...

ভোলায় গণশিক্ষা ঃ ৭ মাসে ২০ হাজার নিরক্ষর লোকের শিক্ষার আলো লাভ

দৌলতখান (ভোলা) সংবাদদাতা ॥ ভোলার প্রায় ২০ হাজার নিরক্ষর মানুষ শিক্ষার আলো পাইয়াছে। মাত্র ৭ মাসে গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৬৪৫টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে এ বিরাট সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। আর মাত্র ২ মাস পরে তাহারা সার্টিফিকেট হাতে পাইবে। জেলার বোরহানউদ্দিন ও লালমোহন থানার ১১টি ইউনিয়নে সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে চলিতেছে এই কার্যক্রম।

গতকাল (রবিবার) কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনকালে উৎফুল্ল শিক্ষার্থীদের অক্ষ

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ভোলায় গণশিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করিতে, পাঠ মুখস্ত করিতে ও লিখিতে দেখা গিয়াছে। ঈদের আনন্দের মতোই খুশীতে ঝলমল করিতেছে তাহারা। নৌকার মাঝি, রিকশাওয়ালা, কুলি, গৃহস্থ, চাষী ৪০ হইতে ১১ বছরের মহিলা ও পুরুষরা হোগলা বিছাইয়া হারিকেনের আলোতে সুর করিয়া পড়িতেছে। এ এক অনন্য দৃশ্য। জেলা প্রশাসক আবদুল মান্নান, সংশ্লিষ্ট টি,এন,ও, সুপারভাইজার ও ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ প্রতিদিন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

গত জনু মাসে ভোলার দুইটি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ৯ মাস মেয়াদী এ শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠ্যভুক্ত চেতনা ১-২-৩ পড়ানো হইতেছে। শিক্ষার্থীরা চেতনা-২ প্রায় শেষ করিয়াছে। মোট ৬৪৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৩ শত। শিক্ষকের সংখ্যা ৬৪৫ জন। সুপারভাইজার ৪৩ জন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮ হাজার ৫ শত ৮০ জন পুরুষ এবং ১০ হাজার ৭ শত ৭০ জন মহিলা। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশে ৫টি এনজিও যথা ডরপ, ডার্ক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচী, দাড়িপাল ইউনিয়ন জনকল্যাণ সংস্থা এই কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এসব এনজিওকে ৬ মাসে ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে। শিক্ষকরা ৫০০ টাকা হারে ৬ মাসে দুই কিস্তিতে পাইবেন ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। কেন্দ্রপ্রতি খরচ হইয়াছে আসবাবপত্রসহ ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। অন্যান্য ইউনিয়ন ও থানায়ও পর্যায়ক্রমে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রতিটি কেন্দ্রে দেওয়া হইয়াছে জনপ্রতি ৩টি খাতা, ৩টি পেন্সিল, ব্ল্যাক বোর্ড, চক, ডাষ্টার ও ৬টি হারিকেন। আগামী মার্চে কার্যক্রম সমাপ্তির পর মূল্যায়ন পরীক্ষা হইবে।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের ভোলা জেলা কো-অর্ডিনেটর জানান, মার্চ মাসের পর সরকার পুনরায় ৩ মাস মেয়াদী 'স্বাক্ষরউত্তর কর্মসূচী' শুরু করার নির্দেশ দিয়াছেন। এ কর্মসূচীতে প্রতি ৫টি কেন্দ্র লইয়া একটি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইবে। এসব কেন্দ্রে ১ জন শিক্ষক ও ১০টি কেন্দ্রের জন্য ১ জন সুপারভাইজার নিয়োজিত থাকিবেন। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করিয়া বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে লেখাপড়া, মাছ চাষ, সেলাই, হাঁস মুরগি পালন, কৃষি, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে। তিনি জানান, এখানেই কার্যক্রম সমাপ্ত না করিয়া 'অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম' চালাইয়া যাওয়ার একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে।